ইটের তৈরি রাস্তাগুলো অল্প সময়েই ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং নিয়মিত মেরামত প্রয়োজন

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

বেশ কিছু জায়গায়, বিশেষত পাহাড়ী এলাকাগুলোতে যথাযথ সিঁড়ি থাকা প্রয়োজন

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

সুরক্ষা দেয়াল, অনুপযোগী নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং রাতের বেলা আলোর অভাব নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু **৪৫** × বুধবার, ১৪ অক্টোবর ২০২০

ভূমিধস প্রতিরোধে সুরক্ষা দেয়াল বা সুরক্ষা ঢালের বিষয়টি নিয়ে পুরুষদের চেয়ে নারীরা তুলানমূলক বেশি উদ্বিগ্ন

২০২০ সালের মার্চ থেকে আগস্টের মধ্যে, কমিউনিটির কাছ থেকে যে মতামতগুলো পাওয়া গেছে তার শতকরা ১২ ভাগই ছিল সাইট সংক্রান্ত উদ্বেগ । সেতু, সিঁড়ি ও পথ, নর্দমা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সুরক্ষা দেয়াল ও সুরক্ষা ঢাল, মাটির ক্ষয় এবং ভূমিধসের পাশাপাশি ক্যাম্পগুলোতে আলোর ব্যবস্থা সম্পর্কিত নানা উদ্বেগ এই মতামতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত কয়েক মাস ধরে, অসংখ্য মানুষ এই সমস্যাগুলোর কথা জানিয়েছেন এবং ২০২০ সালের সালের জুন মাসে এ ধরনের মতামত সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। এ সময় ২৭% মতামতেই সাইট সংক্রান্ত উদ্বেগ লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া এই তথ্যগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সাইট সম্পর্কিত উদ্বেগের মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে এবং সামনের মাসগুলোতে কমিউনিটির মানুষেরা হয়তো আরও বেশি করে এ ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।

কমিউনিটির মতামতে পাওয়া তথ্য এবং কমিউনিটির সাইট সংক্রান্ত উদ্বেগ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রায় ৩৬% মানুষ সুরক্ষা দেয়াল বা সুরক্ষা ঢাল নিয়ে নিজেদের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে জুলাই মাসে যখন বাংলাদেশেও বর্ষার প্রভাব বেশি ছিল, সে সময়ে পাওয়া মতামতগুলোতে সুরক্ষা দেয়াল ও সুরক্ষা ঢালের বিষয়টি অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি করে এসেছে। কমিউনিটির এই মানষেরা তাদের শেল্টার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ভয় পাচ্ছেন। এছাড়া ভূমিধস ও মাটির ক্ষয় থেকে শেল্টারগুলোকে আরও সুরক্ষিত করার জন্য কেউ কেউ বাড়তি কিছু বালির ব্যাগ ও বাঁশের জন্যও অনুরোধ করেছেন।

রোহিঙ্গা কমিউনিটির সাইট সংক্রান্ত উদ্বেগ

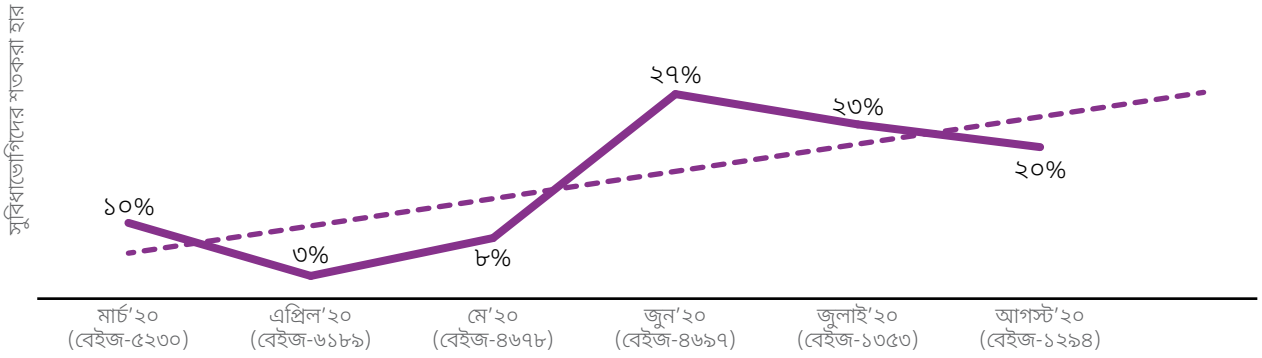

সূত্র: ২০২০ সালের মার্চ থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাম্পে (১ ই, ১ ডব্লিউ, ২ ই, ২ ডব্লিউ, ৩, ৪, ৪ এক্সটেনশন, ৫, ৬, ৭, ৮ ই, ৮ ডব্লিউ, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২০, ২৫, ২৬, কুতুপালং আরসি এবং নয়াপাড়া আরসি) কেয়ার বাংলাদেশ, ডিআরসি, সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল, সলিডারিটি ইন্টারন্যাশনাল এবং ইউএনএইচসিআর কমিউনিটির কাছ থেকে এই মতামত সংগ্রহ করেছে (বেইজ-২৪২০৭, পুরুষ-৫৯%, নারী-৪১%)। এই সবগুলো ক্যাম্প থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলেও, সাইট নিয়ে উদ্বেগ পাওয়া গেছে মূলত ১৩, ১৪, ১৬, ৮ ডব্লিউ, ১১, ১২, ৮ ই (বেশি থেকে তুলনামলক কম উদ্বিগ্ন এই ক্রমানুসারে) এই ক্যাম্পগুলো থেকে। রোহিঙ্গা কমিউনিটির সাইট সম্পর্কিত উদ্বেগগুলো সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ১৩ এবং ১৪ নং ক্যাম্পে নয় জন রোহিঙ্গা ব্যক্তির টেলিফোন সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এদের মধ্যে ৫ জন পুরুষ অংশগ্রহণকারী এবং ৪ জন নারী অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

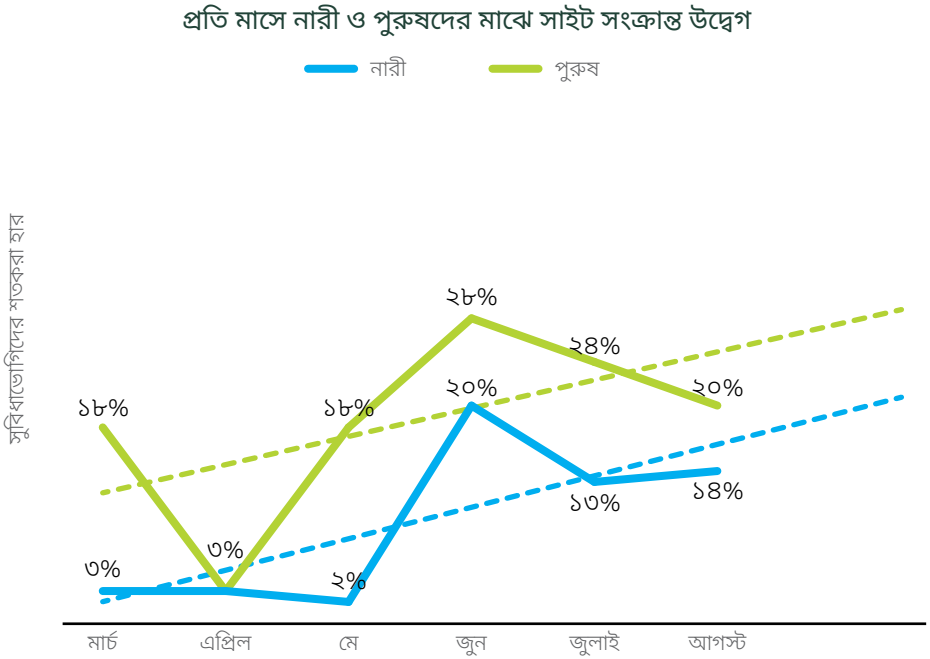

প্রতি মাসে নারী ও পুরুষদের মাঝে সাইট সংক্রান্ত উদ্বেগ

কমিউনিটির মতামত থেকে পাওয়া তথ্যের পরিসংখ্যানগতভাবে (লজিস্টিক রিগ্রেশন)* বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, নারীদের সাইট সংক্রান্ত সমস্যা তুলে ধরার সম্ভাবনা পুরুষের তুলনায় তিন গুন বেশি। এমনকি সুরক্ষা দেয়াল বিষয়েও নারীদের উদ্বেগ তুলে ধরার সম্ভাবনা পুরুষদের তুলনায় ২.৬ গুন বেশি।

কমিউনিটির সাথে সাক্ষাৎকারের সময় মানুষ বিস্তারিতভাবে বলেছেন যে, কিভাবে তাদের ভৌগলিক অবস্থান (বিশেষত পাহাড়ী অঞ্চলে যারা বাস করছেন) ও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত তাদের সাইট-সম্পর্কিত সমস্যাগুলোকে গুরুতর করে তুলছে। তারা আরো জানিয়েছেন, বর্তমানে মহামারীর কারণে নতুন সাইট মেরামত বা নির্মাণ করতে আরো বেশি সময় লাগছে, যা তাদের দুর্দশাকে দীর্ঘায়িত করছে।

"ঘন ঘন বৃষ্টির কারণে ভূমিধস আরো বেশি হচ্ছে।"

– রোহিঙ্গা নারী, ২১, ক্যাম্প ১৪

এই অংশগ্রহণকারী জানান, পানি সংগ্রহ, ল্যাট্রিন বাগোসলখানা ব্যবহার, চিকিত্সা কেন্দ্রে যাওয়া এবং/অথবা ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য তাদের নিয়মিত ঘরের বাইরে যেতে হয়। আর এসব কাজে যখনই তারা বাইরে যান ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা, ভাঙা সিঁড়ি, অনুপযুক্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, দুর্বল বাঁধ বা অনুপযুক্ত সুরক্ষা দেয়াল নিয়ে নানান সমস্যার মুখে পড়েন। এই অংশগ্রহণকারী আরো জানান যে, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি ও গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলোর ঝুঁকি আরও বেশি।

* *রিগ্রেসেন মডেলে সাইট সংক্রান্ত সমস্যাকে অধীন চলক ও জেন্ডারকে স্বাধীন চলক হিসেবে ব্যবহার করে লজিস্টিক রিগ্রেসন করা হয়েছে। ৫% স্তর লক্ষণীয়।*

ইটের তৈরি রাস্তাগুলো অল্প সময়েই ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং নিয়মিত মেরামত প্রয়োজন

কমিউনিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, ক্যাম্পের রাস্তাগুলোর বেশিরভাগই নিচে মাটি এবং তার উপর ইটের একটি স্তর দিয়ে তৈরি করা। ইটের নিচে কোনো সিমেন্টের স্তর না থাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ইটগুলো রাস্তার পাশের ড্রেনে গিয়ে পড়ে। এ কারণে রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে যায় এবং জনসাধারণের চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করে।বিশেষত যখন তারা ভারী কোনো উপকরণ, যেমন: গ্যাস সিলিন্ডার, চালের বস্তা বহন করতে হয় বা অসুস্থ কাউকে চিকিত্সা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয় তখন এই সমস্যাটি আরও প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। তারা জানিয়েছেন, সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়া আরো টেকসই ইটের রাস্তা তৈরি করলে তাদের জন্য উপকার হবে।

"বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে আমাদের রাস্তাগুলো ভেঙে যাচ্ছে।"

– রোহিঙ্গা নারী, ২৬, ক্যাম্প ১৩

কমিউনিটির মানুষের বলেছেন, ক্যাম্পগুলোতে পাহাড়ের উপরে এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে ভালো কোনো রাস্তা নেই। এছাড়া এসব জায়গায় এমন কিছু গলি পথ আছে যেগুলো খুব সরু এবং উঁচু-নিচু। ফলে এসব জায়গায় কোনো যানবাহন নিয়ে যাওয়া যায় না এবং নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় যাওয়ার জন্য কখনও কখনও অনেক সময় ধরে হাঁটতে হয়। এছাড়া তারা আরও জানান যে, রাতের বেলা এসব জায়গায় হাঁটার সময় পিছলে পড়ে ব্যথা পাওয়ার ভয় থাকে বলে তাদেরকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

বেশ কিছু জায়গায়, বিশেষত পাহাড়ী এলাকাগুলোতে যথাযথ সিঁড়ি থাকা প্রয়োজন

কমিউনিটির কিছু মানুষ জানিয়েছেন, যেহেতু তারা একটি পাহাড়ী এলাকায় থাকেন, বৃষ্টির পানিতে তাদের পায়ে হাঁটার পথ পিচ্ছিল হয় যায়। । এছাড়া খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠা-নামার জন্য উপযুক্ত সিঁড়িরও প্রয়োজন রয়েছে। আবার কিছু কিছু জায়গায় সিঁড়ি থাকলেও, সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতে তার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। সিঁড়ি একেবারেই না থাকা বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ায় মানুষজন চলাচল করতে সমস্যায় পড়ছেন। বিশেষত গ্যাস সিলিন্ডারের মতো ভারী কিছু নিয়ে ওঠা-নামার সময় তাদেরকে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কিছু জায়গায় মানুষ নিজ উদ্যোগে নতুন সিঁড়ি বা ক্ষতিগ্রস্থ সিঁড়ি মেরামত করে নিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তারা রিলিফ সেন্টার থেকে পাওয়া চাল বা ডালের ব্যাগ বালি দিয়ে ভর্তি করে সেগুলোকে চলাচলের সিঁড়ির ধাপে ব্যবহার করছেন।

গর্ভাবস্থায় নারীরা দুর্বল হয়ে পড়েন। ফলে খাড়া সিঁড়ি উঠা-নামা করলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন বলে রোহিঙ্গা নারীরা তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন।

> “আমি যে পাহাড়ে থাকি সেখানে কোনো সিঁড়ি নেই। ফলে খাড়া এলাকা দিয়ে ওপরে ও নিচে গ্যাস সিলিন্ডার বহন করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাকে খালি সিলিন্ডার হাতে করে নামতে হয় এবং গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার নিয়ে ফিরতে হয়।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ২৫, ক্যাম্প ১৩

> “আমি একজন গর্ভবতী নারী। টিকা নিতে যাওয়ার সময় সিঁড়ি ব্যবহার করলে আমার অসুস্থ বোধ হয় এবং মাথা ব্যথা করে।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২৬, ক্যাম্প ১৩

সুরক্ষা দেয়াল, অনুপযোগী নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং রাতের বেলা আলোর অভাব নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে

সাক্ষাৎকার প্রদানের সময় রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষ, অনুপযোগী নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ভূমিধস প্রতিরোধ করার মতো যথাযথ সুরক্ষা দেয়ালের অভাব, অকার্যকর সেতু এবং তাদের ক্যাম্পে আলোক স্বল্পতার কথা উল্লেখ করেছেন।

সেই সাথে তারা আরো জানান যে, তারা মাঝি এবং সাইট ম্যানেজমেন্ট ভলান্টিয়ারদের সাইট সংক্রান্ত উদ্বেগ সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। কিন্তু, বর্তমানের মহামারী পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান পেতে দেরি হচ্ছে। তাই পরিস্থিতি মোকাবেলায় কখনো কখনো কমিউনিটির মানুষ নিজেরাই চাঁদা উঠিয়ে নিজেদের সাইটগুলো তৈরি বা মেরামত করতে কাজ করছেন।

> “রাতে বাতি না থাকায় যে কেউ পাহাড় থেকে পড়ে যেতে পারে। অন্ধকারের কারণে আমরা রাতের বেলা ল্যাট্রিনে যাওয়ার সময় ভয়ে থাকি।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২৬, ক্যাম্প ১৪

> “কিছু সাইটের সমস্যা এক বছর ধরে এভাবেই আছে। আর বর্তমানে বিশেষত কোভিড-১৯ এর কারণে, নির্মাণ কাজে কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ২০, ক্যাম্প ১৪

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।